রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৭ সনের ৫১ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ২১, ২০১৭

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮২৫—৮৪০	৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
			৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৮৪৩—১৮৬২	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
			(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
			(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৬৫—২৬৮	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৯৬১—১৯৭৮	(৬) . . . . . তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

আদেশ

তারিখ : ৩০ কার্তিক ১৪২৪/১৪ নভেম্বর ২০১৭

নং ০৩.০৭৯.০২৭.০৪.০০.০২.২০১৭-১১৫৭—যেহেতু, আপনি জনাব মুহাম্মদ ফরিদ আলী ফকির (পরিচিতি নং-এ০০৯১), উপ-পরিচালক জেলা এনএসআই ভোলায় কর্মরত আছেন এবং ইতঃপূর্বে সিআই শাখা, ঢাকায় কর্মরত থাকাকালীন জনৈক শ্রীলংকান নাগরিক Mr. Kusal এর বিষয়ে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদানের কার্যক্রম পরিচালনাকালে তার কনসালটেন্ট জনাব শাহ আলম এর মাধ্যমে অবৈধভাবে দুই ধাপে ১১ লক্ষ টাকা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় অনুসন্ধান করার সময়ও বিরূপ মন্তব্যসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করায় উক্ত ব্যক্তি টাকা ফেরত চাইলে প্রথমে তাকে ৭ লক্ষ টাকা এবং পরবর্তীতে অবশিষ্ট ৪ লক্ষ টাকা ফেরত দেন। এ বিষয়ে বিভাগীয় মোকদ্দমা নং ০৩/২০১৭ দায়ের করে কারণ দর্শানো হয়। ব্যক্তিগত শুনানী দিতে ইচ্ছুক কিনা তাও লিখিতভাবে জানতে চাওয়া হয়।

০২। যেহেতু, মুহাম্মদ ফরিদ আলী ফকির (পরিচিতি নং-এ০০৯১)-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ০৪-১০-২০১৭ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয় এবং উক্ত শুনানীতে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী মুহাম্মদ ফরিদ আলী ফকির শ্রীলংকান নাগরিক এর মাসিক বেতনের বিষয়ে প্রেরিত প্রতিবেদনে ধারণপ্রসূত তথ্য উপস্থাপন করে প্রতিবেদন প্রেরণ করেছিলেন মর্মে প্রতিভাত হয়, যার স্বপক্ষে কোন দালিলিক তথ্যাদি তার কাছে নেই মর্মে জানা যায়।

০৩। যেহেতু, শুনানীকালে প্রাপ্ত তথ্যাদি প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন ও নথিজাত কাগজপত্র অনুযায়ী সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরনের অভিযোগ সন্দেহের উর্দ্ধে প্রমাণিত হয়েছে;

০৪। সেহেতু, আনীত অভিযোগে প্রেক্ষিতে জনাব মুহাম্মদ ফরিদ আলী ফকির (পরিচিতি নং-এ০০৯১)-এর লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন, তার চাকুরীকাল, প্রথমবারের মত কৃত অপরাধ এবং পূর্বের সার্ভিস রেকর্ড সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা ও বিবেচনা করে অসদাচরণের অপরাধে লঘুদন্ড প্রদান যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন প্রতীয়মান;

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

০৫। সেহেতু, জনাব মুহাম্মদ ফরিদ আলী ফকির (পরিচিতি নং-এ০০৯১), উপ-পরিচালক, জেলা এনএসআই, ভোলা-কে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল), বিধিমালা ১৯৮৫-এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধি মোতাবেক আদেশ জারীর তারিখ থেকে পরবর্তী দুই বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করা'র দন্ড প্রদান করা হলো।

০৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সুরাইয়া বেগম, এনডিসি
সিনিয়র সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ নভেম্বর ২০১৭

নং ৫৩.০০.০০০০.৪৩২.১৪.০০৩.১৭-২৩১—সৌদি বাংলাদেশ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (সাবিনকো) এর মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ৪৩ ও ৪৫ ধারা অনুযায়ী কোম্পানীর পরিচালনা পর্যদে জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-কে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত পরিচালক ও ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুর্শেদা জামান
উপসচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)
এডিবি-৬ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ নভেম্বর ২০১৭

নং **০৯.০০.০০০০.১২৫.১৪.০১৮.১৭-২৯৩**।—এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর সংগে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় বাস্তবায়িতব্য Coastal Towns Environmental Infrastructure Project-Additional Financing- শীর্ষক প্রকল্পের নেগোসিয়েশনের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল গঠন করা হল :

(ক)	ড. জীবন রঞ্জন মজুমদার, প্রধান, এডিবি অনুবিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	দলনেতা
(খ)	জনাব লিয়াকত আলী, যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা), স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
(গ)	জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন, সিনিয়র সহকারী সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	”
(ঘ)	জনাব মোঃ রেজা রশীদ, সহকারী প্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।	”
(ঙ)	জনাব মোঃ বজলুর রশীদ, পরিচালক, আইএমইডি।	সদস্য
(চ)	জনাব মোঃ রফিকুল হাসান, উপ সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।	,,
(ছ)	জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।	”
(জ)	মিজ মোসলেমা বেগম, নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।	”
(ঝ)	মিজ সেলিনা পারভেজ, উপ সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।	”

২। **নেগোসিয়েশনের তারিখ, সময় ও স্থান :**

তারিখ	সময়	স্থান
০৭ নভেম্বর ২০১৭	সকাল ১০:০০ টা	এডিবি'র বাংলাদেশ আবাসিক মিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।

৩। নেগোসিয়েশনের জন্য উপরে বর্ণিত বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সকল সদস্য যথাসময়ে নেগোসিয়েশনে অংশগ্রহণ করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সেলিনা পারভেজ
উপসচিব।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৮ নভেম্বর ২০১৭

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.৪০.০০৩.১৭-৬৭১—অবৈধ হুন্ডি তৎপরতা, বিদেশে অর্থ পাচার এবং মানিলন্ডারিং তৎপরতা প্রতিরোধ ও দমনের কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে দুই স্তরে কেন্দ্রীয়ভাবে এবং আঞ্চলিকভাবে গঠিত দুইটি টাস্কফোর্স গঠন সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৭-০১-২০০২ তারিখের অম/অবি/ব্যাঃ নীঃ শা-১/ আইন-১(৪)/২০০০/অংশ/২৪(৫০) নম্বর প্রজ্ঞাপন বাতিলপূর্বক মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ও দমন কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে দুই স্তরে কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে নিম্নলিখিত ০২ টি টাস্কফোর্স গঠন করা হলো :

(ক) **কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্স :**

আহবায়ক

(১) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর প্রধান

সদস্যবৃন্দ

(২) সদস্য (কাস্টমস), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

(৩) সদস্য (আয়কর), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

(৪) মহাপরিচালক (মানিলন্ডারিং), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

(৫) বিএফআইইউ এর উপপ্রধান

(৬) নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক (সুপারভিশন সংশ্লিষ্ট)

(৭) নির্বাহী পরিচালক পর্যায়ের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

(৮) পরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর

(৯) নির্বাহী পরিচালক, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

(১০) পরিচালক, এন.জি.ও বিষয়ক ব্যুরো

(১১) পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

(১২) নিবন্ধক, রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস

(১৩) উপমহাপুলিশ পরিদর্শক (ক্রাইম), পুলিশ সদর দপ্তর

(১৪) উপমহাপুলিশ পরিদর্শক (কাউন্টার টেররিজম), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ

(১৫) উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, ক্রিমিনাল ইন্ভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ পুলিশ

(১৬) বিএফআইইউ কর্তৃক মনোনীত তফসিলি ব্যাংকসমূহ হতে ৮(আট) জন প্রতিনিধি

(১৭) বিএফআইইউ কর্তৃক মনোনীত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে ২(দুই) জন প্রতিনিধি

(১৮) বিএফআইইউ কর্তৃক মনোনীত পুঁজি বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে ২(দুই) জন প্রতিনিধি

(১৯) বিএফআইইউ কর্তৃক মনোনীত এনজিও প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে ২(দুই) জন প্রতিনিধি

(২০) বিএফআইইউ কর্তৃক মনোনীত বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে ২(দুই) জন প্রতিনিধি

(২১) বিএফআইইউ কর্তৃক মনোনীত সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে ২(দুই) জন প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

(২২) বিএফআইইউ এর মহাব্যবস্থাপক ও অপারেশনাল হেড

কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্সের কার্যপরিধি নিম্নরূপ হবে :

(ক) বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষসমূহ ও বিএফআইইউ এর কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন;

(খ) মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিভিন্ন সংস্থার গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(গ) অর্থ, স্বর্ণ, মুদ্রা ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি পাচার, নারী, শিশু ও মানব পাচার এবং মাদকদ্রব্যসহ অন্যান্য চোরাচালানের রিপোর্টকৃত ঘটনাবলির বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(ঘ) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাধাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

(খ) **চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী[১], সিলেট, বরিশাল, রংপুর এবং ময়মনসিংহ বিভাগীয় টাস্কফোর্স[২] :**

আহবায়ক

(১) সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের প্রধান, বাংলাদেশ ব্যাংক

সদস্যবৃন্দ

(২) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের প্রতিনিধি

(৩) দুর্নীতি দমন কমিশন, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়/ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের প্রতিনিধি

(৪) শুল্ক বিভাগের বিভাগীয়/কশিনারেট অফিসের প্রতিনিধি (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক মনোনীত)[৩]

---

[১] বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসের মহাব্যবস্থাপক রাজশাহী বিভাগীয় টাস্কফোর্সের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

[২] কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্স ঢাকা বিভাগীয় টাস্কফোর্স সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

[৩] চট্টগ্রাম ও খুলনা এর ক্ষেত্রে যথাক্রমে চট্টগ্রাম ও মংলা কাস্টমস হাউসের প্রতিনিধিও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(৫) আয়কর বিভাগের বিভাগীয়/কমিশনারেট অফিসের প্রতিনিধি (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক মনোনীত)

(৬) সমাজ সেবা অধিদপ্তরের বিভাগীয় প্রধান/ প্রতিনিধি

(৭) সমবায় অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়ের প্রধান/ প্রতিনিধি

(৮) রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মসের বিভাগীয় কার্যালয়ের প্রধান/প্রতিনিধি

(৯) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়ের প্রধান/প্রতিনিধি

(১০) স্পেশাল ব্রাঞ্চের বিভাগীয় কার্যালয়ের প্রধান (স্পেশাল ব্রাঞ্চ, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক মনোনীত)

(১১) প্রতিনিধি, মেট্রোপলিটন পুলিশ, সংশ্লিষ্ট মেট্রোপলিটন পুলিশ কার্যালয়

(১২) প্রতিনিধি, ক্রিমিনাল ইন্ভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (ক্রিমিনাল ইন্ভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক মনোনীত)

(১৩) মহাব্যবস্থাপক, সংশ্লিষ্ট বিভাগ, সোনালী ব্যাংক

(১৪) মহাব্যবস্থাপক, সংশ্লিষ্ট বিভাগ, রূপালী ব্যাংক

(১৫) মহাব্যবস্থাপক, সংশ্লিষ্ট বিভাগ, অগ্রণী ব্যাংক

(১৬) মহাব্যবস্থাপক, সংশ্লিষ্ট বিভাগ, জনতা ব্যাংক

(১৭) মহাব্যবস্থাপক, সংশ্লিষ্ট বিভাগ, কৃষি ব্যাংক/ রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

(১৮) বিএফআইইউ কর্তৃক প্রণীত ম্যাট্রিক্স অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক (সময় সময়) মনোনীত বেসরকারী ব্যাংকগুলোর মধ্য থেকে ৪ (চার) জন প্রতিনিধি

(১৯) বাংলাদেশ ব্যাংক, সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক (সময় সময়) মনোনীত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্য থেকে ১(এক) জন প্রতিনিধি

(২০) বাংলাদেশ ব্যাংক, সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক (সময় সময়) মনোনীত এনজিও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্য থেকে ১(এক) জন প্রতিনিধি

বিভাগীয় টাস্কফোর্সের কার্যপরিধি নিম্নরূপ হবে :

ক) বিভাগীয় তদন্তকারী সংস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষসমূহ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রমের মধ্য সমন্বয় সাধন;

(খ) মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক গৃহীত বিভাগীয় কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(গ) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাধাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও দূরীকরণের লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

২। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্স প্রয়োজনে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গঠিত জাতীয় সমন্বয় কমিটির নিকট সুপারিশ করবে।

৩। কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্সের সভা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রতি ফেব্রুয়ারী, মে, আগস্ট ও নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে এবং বিভাগীয় টাস্কফোর্সের সভা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে জানুয়ারি, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হবে।

৪। বিভাগীয় টাস্কফোর্সের সভার কার্যবিবরণী সভা পরবর্তী ১৫(পনের) দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্সে প্রেরণ করতে হবে এবং উক্ত কার্যবিবরণী কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্সের সভায় পর্যালোচনার জন্য আলোচ্যসূচীতে নিয়মিতভাবে অন্তর্ভুক্ত হবে। বিভাগীয় টাস্কফোর্স কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্সের নির্দেশনা/পরামর্শ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৫। কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্স প্রয়োজনে যে কোনো সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে এবং বিশেষ প্রয়োজনে যে কোনো সংস্থার প্রতিনিধিকে সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে। বিভাগীয় টাস্কফোর্স কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্সের অনুমোদন সাপেক্ষে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৬। কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্সের সংশ্লিষ্ট আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ বিবরণী-ক এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বিবরণী-খ অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিএফআইইউ বরাবর রিপোর্ট প্রেরণ করবে (বিবরণীসমূহের ছক সংযুক্ত)।

৭। কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্স প্রয়োজন মোতাবেক সময়ে সময়ে বিবরণী ছক সংশোধন ও সংযোজন করতে পারবে।

৮। বিএফআইইউ কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্সের এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহ বিভাগীয় টাস্কফোর্সের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রিজওয়ানুল হুদা
উপসচিব।

বিবরণী-ক

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নাম

'মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন ও অন্যান্য রিপোর্টকৃত সম্পৃক্ত অপরাধ বিষয়ক ঘটনা ও তদন্তের অগ্রগতির পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত' (মাস/বৎসর) ভিত্তিক বিবরণী।

[অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং-]

ক্রমিক নং	অভিযুক্ত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নাম, পিতা, মাতা ও ঠিকানা	জাতীয়তা (স্বপক্ষে এনআইডি/ পাসপোর্ট নং)	মামলা নং, তারিখ, সংশ্লিষ্ট ধারা ও অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	জব্দকৃত দ্রব্যাদি/ সম্পদের আনুমানিক মূল্য	গ্রেফতারের বিবরণ ও অভিযুক্তের বর্তমান অবস্থা	তদন্তের বর্তমান পর্যায়	গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

* রিপোর্টকৃত সম্পৃক্ত অপরাধ বলতে দুর্নীতি ও ঘুষ/মুদ্রা জালকরণ/অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা/অবৈধ মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা/চোরাই ও অন্যান্য দ্রব্যের অবৈধ ব্যবসা/অর্থ, স্বর্ণ, মুদ্রা ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি পাচার/চোরাচালানী ও শুল্ক সংক্রান্ত অপরাধ/নারী, শিশু ও মানব পাচার/কর সংক্রান্ত অপরাধ বোঝাবে।

বিবরণী-খ

নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের নাম

'মানিলন্ডারিং, ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কেসসমূহের অনুসন্ধান ও উদঘাটিত অনিয়মের বিষয়ে অগ্রগতি সংক্রান্ত' (মাস/বৎসর) ভিত্তিক বিবরণী।

[অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং-]

ক্রমিক নং	অনিয়ম/অভিযোগ প্রেরণকারী	অনিয়ম/অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	অভিযুক্ত/সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	সম্পৃক্ত অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পদ/ অর্থের পরিমাণ (টাকা)	অনুসন্ধান/তদন্তের বর্তমান পর্যায়	গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ নভেম্বর ২০১৭

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৬.১৭-৬৮০**—The Insurance Corporations Act, 1973 (Act No. VI of 1973) এর ৭(৩) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব শেখ আব্দুর রফিক-কে তাঁর বর্তমান নিয়োগের মেয়াদ সমাপনান্তে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত তবে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছর মেয়াদের জন্য পুনঃনিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রিজওয়ানুল হুদা
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৮ নভেম্বর ২০১৭

নং আর-৬/১এম-২১/২০১৭-৩২১—সরকার জনস্বার্থে ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে ১৯০৮ সালের রেজিস্ট্রেশন আইনের ৫(১) ধারা অনুসারে ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার গফরগাঁও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, কান্দিপাড়া সাব-রেজিস্ট্রি অফিস এবং পাগলা সাব-রেজিস্ট্রি এর অধিক্ষেত্র বিভাজনক্রমে নিম্নরূপভাবে উল্লিখিত সাব-রেজিস্ট্রার অফিসসমূহের অধিক্ষেত্র নির্ধারণ করল :

(ক) গফরগাঁও সাব-রেজিস্ট্রার এর কার্যালয় :

ক্রমিক নং	গফরগাঁও সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের অধিক্ষেত্রভুক্ত ইউনিয়নসমূহ
০১।	গফরগাঁও পৌরসভা
০২।	গফরগাঁও ইউনিয়ন
০৩।	সালটিয়া ইউনিয়ন
০৪।	চর আলগী ইউনিয়ন
০৫।	রাওনা ইউনিয়ন
০৬।	রসুলপুর ইউনিয়ন
০৭।	যশরা ইউনিয়ন
০৮।	বারবাড়িয়া ইউনিয়ন

(খ) কান্দিপাড়া সাব-রেজিস্ট্রার এর কার্যালয় :

ক্রমিক নং	কান্দিপাড়া সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের অধিক্ষেত্রভুক্ত ইউনিয়নসমূহ
০১।	উষ্থি
০২।	লংগাইর
০৩।	মশাখালী
০৪।	পাঁচবাগ

(গ) পাগলা সাব-রেজিস্ট্রার এর কার্যালয় :

ক্রমিক নং	পাগলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের অধিক্ষেত্রভুক্ত ইউনিয়নসমূহ
০১।	দত্তের বাজার
০২।	পাইথল
০৩।	নিগুয়ারী
০৪।	টাংগাব

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হুসাইন মুহাম্মদ ফজলুল বারী
উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৯ নভেম্বর ২০১৭

নং আর-৬/৪ডি-০২/২০১৭-৩২২—জনাব মোঃ ফজলার রহমান, জেলা রেজিস্ট্রার, বাগেরহাট-কে ভি, পি, এস মামলা নং-৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭ এ র‍্যাব ও দুদক কর্তৃক দায়িত্বরত অবস্থায় গ্রেফতার এবং পরবর্তীতে তাকে কারাগারে প্রেরণের কারণে বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (পার্ট-১) এর বিধি ৭৩ অনুযায়ী উক্ত জেলা রেজিস্ট্রারকে উক্তরূপ গ্রেফতার হওয়ার তারিখ হতে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

০২। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

০৩। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)।

বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ০২ নভেম্বর ২০১৭

নং বিচার-৭/২এন-১০/৭৯(অংশ)-৯৩২—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মুহাম্মদ শাহানেওয়াজ, পিতা-মুহাম্মদ নুরুল আলম, মাতা-তৌহিদা খানম, গ্রাম-গুমানমর্দন কাটাখালী কুল, ডাকঘর-গুমানমর্দন-৪৩৩০, উপজেলা-হাটহাজারী, জেলা-চট্টগ্রাম।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার ০৪ নং গুমানমর্দন ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

০২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জি, এম, নাজমুছ শাহাদাৎ
সিনিয়র সহকারি সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অধিশাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৩ কার্তিক ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০৭ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ২৫.০০.০০০০.০১৩.১২.০০১.১৬-১১৯—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩৩. ০০৬.০৩.১৬১.০৪.২০১২-৪৮ নম্বর স্মারকে জারিকৃত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী পদটি গ্রেড-১ এ উন্নীত করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোসাঃ সুরাইয়া বেগম
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
ঔষধ প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং স্বাপকম/স্বাঃসেঃবিঃ/ঔঃপ্রঃ-১/ঔষধ-৪১/২০০৮(অংশ-২)(১২)-১০২—ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল গাইডলাইন বাস্তবায়ন এবং দেশে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল প্রোটকল রিভিউ, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সেন্টার/কন্ট্রাক্ট রিসার্চ অর্গানাইজেশন অনুমোদন, Good Clinical Practice Inspection এবং Detalled Study Findings বিষয়ে নিম্নোক্ত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে Clinical Trial Advisory Committe সংশোধনপূর্বক নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো :

আহবায়ক

১. মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

২. অধ্যাপক, রিউম্যাটোলজী বিভাগ, বিএসএমএমইউ, ঢাকা

৩. প্রফেসর, মেডিসিন বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

৪. প্রফেসর, ফার্মেসী অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

৫. প্রফেসর, মেডিসিন বিভাগ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ

৬. উপাচার্য, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্স, ঢাকা

৭. পরিচালক, সেন্টার ফর ভ্যাকসিন সাইন্স, আইসিডিডিআরবি, ঢাকা

৮. পরিচালক (একাডেমিক), বারডেম, ঢাকা

৯. প্রফেসর ড. এম এ ফায়েজ, প্রাক্তন মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

সদস্য-সচিব

১০. সহকারী পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

২। **কমিটির কার্যপরিধি :**

(ক) ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল প্রোটকল/ষ্টাডি প্রোটকল মূল্যায়নপূর্বক মতামত প্রদান।

(খ) Detalled Study Findings মূল্যায়নপূর্বক মতামত প্রদান।

(গ) Good Clinical Practice Inspection বিষয়ে মতামত প্রদান।

(ঘ) ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সেন্টার/কন্ট্রাক্ট রিসার্চ অর্গানাইজেশন বিষয়ে মতামত প্রদান।

(ঙ) ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সংক্রান্ত Severe Adverse Events/ Severe Adverse Reaction (SAE/ SAR) বিষয়ে মতামত প্রদান।

(চ) কমিটির কোন সদস্য ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত থাকলে সংশ্লিষ্ট ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল প্রোটকল/ ষ্টাডি প্রোটকল বিষয়ে এবং উক্ত ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সেন্টারের বিষয়ে মতামত প্রদানে তিনি বিরত থাকবেন।

(ছ) প্রয়োজনে কমিটিতে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

২। জনস্বার্থে এ কমিটি পুনর্গঠন করা হলো এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মাকসুদা ইয়াসমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৯ অক্টোবর ২০১৭

নং স্বাপকম/স্বাঃসেঃবিঃ/ঔঃপ্রঃ-১/ঔষধ-৪১/২০০৮(অংশ-২)(১১)-১০০—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং জনস্বাস্থ্য-১/ ডি-৬৯/৮৭/২১৯ তারিখ ৩১-১২-১৯৯১ খ্রিঃ মোতাবেক "ঔষধ আপীল কর্তৃপক্ষ" নামে একটি কমিটি পূনর্গঠন করা হয়েছিল। উক্ত কমিটি বহুপূর্বে গঠিত হওয়ায় এবং বর্তমানে কমিটির অনেক সদস্য মৃত্যুবরণ/অবসর গ্রহণ করায় কমিটি পুনর্গঠন একান্ত প্রয়োজন বিধায় ১৯৯১ সালের প্রেক্ষাপটে এবং বর্তমানের ভিন্ন প্রেক্ষাপটে-সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সুবিশাল পরিসরে তার সেবা কর্মকাণ্ড বিস্তৃত করেছে। একারণে জনস্বাস্থ্য ও জনস্বার্থ সুরক্ষার জন্য পূর্বের কার্যপরিধি অপরিবর্তিত রেখে সংযোজন/বিয়োজন করে "ঔষধ আপীল কর্তৃপক্ষ (Drug Appellate Authority)" কমিটি নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো :

চেয়ারম্যান

১. মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

কো-চেয়ারম্যান

২. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

৩. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৪. মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী ঢাকা

৫. মহাপরিচালক, আর্মড ফোর্স মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

৬. অতিরিক্ত সচিব (ঔষধ প্রশাসন ও আইন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম

৭. প্রফেসর ডাঃ প্রাণ গোপাল দত্ত, ইএনটি এক্সপার্ট

৮. চেয়ারম্যান, বিভাগীয় প্রধান, ফার্মেসী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

৯. পরিচালক, শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট, মাতুয়াইল ঢাকা

১০. চেয়ারম্যান, Examination কমিটি, বিসিপিএস, মহাখালী, ঢাকা

১১. বিভাগীয় প্রধান, মেডিসিন বিভাগ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা

সদস্য-সচিব

১২. উপসচিব (ঔষধ প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা

কমিটির কার্যপরিধি :

০১। জাতীয় ঔষধ নীতি বাস্তবায়নে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে গৃহীত পদক্ষেপের ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান;

০২। স্থানীয় ঔষধ শিল্পে উৎসাহ প্রদান এবং দেশের চাহিদা মিটাবার জন্য স্থানীয় উৎপাদন ও সরবরাহের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;

০৩। ঔষধ এবং ভেষজ দ্রব্য আমদানির ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান;

০৪। ঔষধ উৎপাদন, আমদানি, বিতরণ এবং বিক্রয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এজেন্সি, সংস্থা এবং মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় রাখার ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান;

০৫। কমিটি প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞদের সহযোগীতা গ্রহণ/ কো-অপ্ট সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাকসুদা ইয়াসমিন
সিনিয়র সহকারি সচিব।

Planning Commission
General Economics Division

Notification

Date : 13 November 2017

No: 20.27.0000.10.06.006.17-4—A 'Population Expert Group/Committee' is hereby constituted in accordance with the provision of the approved Technical Assistance Project Proposal (TAPP) of "Strengthening Capacity of the General Economics Division (GED) to lntegrate Population and Development issues into plans and Policies" project being implemented by General Economics Division (GED) to promote SDGs and generate evidence based knowledge on population dynamics and its linkages to development along with emerging issues, such as demographic dividend, urbanization, climate change, aging, mainstreaming gender, etc. that will be used as inputs during formulation of national & sectoral plans and policies and also help to develop 7th FYP monitoring framework.

Sl.	Name, Designation, Organization	Position in the Committee
1.	Professor Dr. Shamsul Alam, Member (Senor Secretary), General Economics Division (GED), Planning Commission	Chairman
2.	Dr. Barkat-e-Khuda, Supermumerary Professor, Department of Economics, University of Dhaka	Member
3.	Dr. Rafiqul Huda Chaudhury Co-ordinator and Adviser, Graduate Program in Population, Reproductive Health, Gender & Development, East West University	Member
4.	Ms. Rasheda K. Choudhury, Executive Director, Campaign for Popular Education (CAMPE)	Member
5.	Dr. Hossain Zillur Rahman. Executive Chairman, Power and Participation Research Centre (PPRC)	Member
6.	Dr. Syed Shahadat Hossain, Professor, Institute of Statistical Research and Training (ISRT), University of Dhaka	Member
7.	Dr. A.K.M. Nurun Nabi, Professor, Department of Population Sciences, University of Dhaka	Member
8.	Dr. A. S. M. Maksud Kamal, Professor & Chairman, Department of Disaster Science and Management, University of Dhaka	Member
9.	Dr. Hafiza Khatun, Professor & Chairman, Department of Geography and Environment, University of Dhaka	Member

Sl.	Name, Designation, Organization	Position in the Committee
10.	Dr. AQM Mahbub, Professor, Department of Geography and Environment, University of Dhaka	Member
11.	Dr. Ahmed Neaz, Professor, The American International University Bangladesh (AIUB)	Member
12.	Dr. Mohammad Mainul islam, Professor, Department of Population Sciences, University of Dhaka	Member
13.	Dr. Mahbuba Nasreen, Professor & Director, The Institute of Disaster Management and Vulnerabillity Studies, University of Dhaka	Member
14.	Dr. M Abu Eusuf, Professor, Department of Development Studies, University of Dhaka	Member
15.	Dr. Ubaidur Rob, Country Director, Population Council	Member
16.	Dr. Abu Jamil Faisel, Country Representative, Engender Health Bangladesh	Member
17.	Dr. Peter Kim Streatfield, Director, Centre for Population, Urbanization and Climate Change, ICDDRB	Member
18.	Dr. Joe Thomas, Executive Director, Partners in Population and Development (PPD)	Member
19.	Dr. Kazi Ali Toufique, Research Director, Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS)	Member
20.	Dr. M. Ehsanur Rahman, Executive Director, Dhaka Ahsania Mission	Member
21.	Ms. Nirjharinee Hasan, Country Director, HelpAge International	Member
22.	Mr. Lori Kato, Representative a.i., UNFPA Bangladesh	Member
23.	Dr. Sathya Narayanan Doraiswamy, Chief Health, UNFPA Bangladesh	Member
24.	Mr. Mahboob E Alam, National Programme Officer, UNFPA Bangladesh	Member
25.	Joint Chief and Project Director, Multi-Sectoral Wing, General Economics Division	Member-Secretary

02. The Terms of Reference (TOR) of the Population Expert Group/Committee as follows :

1. The Group/Commitee will help GED in identifying the depths and dimensions, strengths and weaknesses of the past and current policies and program strategies of the Government relating to P&D;
2. The Committee will help GED in generating evidence based knowledge on population dynamics and its linkages to development which will be used as inputs in the formulation of national and sectoral plans and policies;
3. The Committee will help GED to promote SDGs and mainstreaming population & development and gender concerns into national plans/policies while their formulation, based on disaggregated population data, budget analysis, as well as research/study findings and recommendations on the issues that concern country's constantly shifting population dynamics and development challenges particularly;
4. The Commitee will help GED in formulating economic policies, strategies and medum term and long term plans and guldelines in accordance with social, economic and political objectives as envisioned by the Government;
5. The Committee will help GED in designing and implementing various plans, most especially those related to haealth, education, gender and urbanization related SDGs; and
6. The Commitee can co-opt member, as and when requlred.

The Project Director and project personnel will provide the secretarial supports to the Population Expert Grop/Committee.

03. This order will come into immediate effect.

Abida Sultana
Assistant Chief.

শিল্প মন্ত্রণালয়
স্বশাসিত সংস্থা- বিসিক শাখা

আদেশ

তারিখ : ৩০ কার্তিক ১৪২৪ বঃ /১৪ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ

নং **৩৬.০০.০০০০.০৬৫.১৫.০০৭.১৫.৩৩৮**—আমি আদিষ্ট হয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) কর্তৃক বাস্তবায়িত "নেটওয়ার্ক কাঠামো" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত নিম্নবর্ণিত ০৬(ছয়) ক্যাটাগরির ৮৯ (উননব্বই) টি পদ ০১-০৬-২০১১ হতে ৩১-০৫-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ভুতাপেক্ষ সংরক্ষণ এবং ০১-০৬-২০১৫ হতে ৩১-০৫-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত নিয়মিত সংরক্ষণের সরকারি আদেশ নিম্নোক্ত শর্তে জারি করছি :

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত বেতনস্কেল (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯)
০১।	ট্রান্সপোর্ট অফিসার	০১ (এক) টি	৮০০০-১৬৫৪০ (গ্রেড-১০)
০২।	মূল্যায়ন কর্মকর্তা	০৪ (চার) টি	১১০০০-২০৩৭০ (গ্রেড-৯)
০৩।	মনিটরিং কর্মকর্তা	১০ (দশ) টি	১১০০০-২০৩৭০ (গ্রেড-৯)
০৪।	জনসংযোগ কর্মকর্তা	০১ (এক) টি	১১০০০-২০৩৭০ (গ্রেড-৯)
০৫।	সহকারী জনসংযোগ কর্মকর্তা	০১ (এক) টি	৬৪০০-১৪২৫০ (গ্রেড-১১)
০৬।	পিয়ন (অফিস সহায়ক)	৭২ (বাহাত্তর) টি	৪১০০-৭৭৪০ (গ্রেড-২০)
মোট ৬(ছয়) ক্যাটাগরির =		**৮৯ (উননব্বই) টি**	

শর্তসমূহ :

(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-০৫-২০০৩ তারিখের মপবি/ কঃবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০০১-১১১ সংখ্যক সরকারি আদেশ অনুসরণ করতে হবে;

(খ) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) কর্তৃক বাস্তবায়িত "নেটওয়ার্ক কাঠামো" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত ০৬(ছয়) ক্যাটাগরির ৮৯ (উননব্বই) টি পদ অস্থায়ীভাবে সংরক্ষণকৃত চতুর্থ শ্রেণির পদে যে সকল কর্মচারী কর্মরত আছেন সে সকল পদ পরবর্তীতে তাদের অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ, অপসারণ, মৃত্যু বা অন্য কোন কারণে পদগুলো শূন্য হলে তা আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে পূরণ করতে হবে; এবং

(গ) এতদবিষয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা অবশ্যই পালন করতে হবে।

০২। পদ সংরক্ষণের এ সরকারি আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

মোঃ মাহবুবুর রহমান
উপসচিব।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হিসাব অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ কার্তিক ১৪২৪ বঃ/০৬ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ

নং **৪৮.০০.০০০০.০১০.২২.০০১.১৭-২৪০**—মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে দেশের সরকারি হাট-বাজারসমূহের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৬ এর ১২ নং অনুচ্ছেদ এর ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ ৮(খ) ও পরিশিষ্ট-১ এর ক্রম (৮) সংশোধন এবং ৯(ঘ) অনুচ্ছেদটি সংযোজন করা হলো :

অনুচ্ছেদ নং	'মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে দেশের সরকারি হাট-বাজারসমূহের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৬' তে বিদ্যমান।	সংশোধনী/সংযোজন
৮(খ)	আবেদনের সংগে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়/মুক্তিযোদ্ধা সংসদের (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিস্বাক্ষরিত) সাময়িক সদন/ মূল সনদ এর সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে। যাঁরা মুক্তিযোদ্ধা সাময়িক সনদ গ্রহণ করেননি তাদেরকে তারিখসহ গেজেট নম্বর/চূড়ান্ত (লালবই) মুক্তিবার্তা নম্বর আবেদনে উল্লেখ করতে হবে।	আবেদনের সংগে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর সাময়িক সনদ/মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষরিত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের (বামুস) সনদ এর সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে। যাঁরা মুক্তিযোদ্ধা সাময়িক সদন গ্রহণ করেননি তাঁদেরকে তারিখসহ গেজেট নম্বর/মুক্তিবার্তা (লালবই) নম্বর/ ভারতীয় তালিকা নম্বর আবেদনে উল্লেখ করতে হবে।
৯	---	নীতিমালা'র ৯(ক), ৯(খ) এবং ৯(গ) অনুচ্ছেদের পরে ৯(ঘ) অনুচ্ছেদে "মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীন ৯(ক) ও ৯(খ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যাংক একাউন্টে পর্যাপ্ত তহবিল প্রাপ্তি/জমা সাপেক্ষে উক্ত অর্থ সরকারের আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক মন্ত্রণালয়ের স্বীয় বিবেচনায় তফসিলি ব্যাংক/ বেসকারি ব্যাংকে হিসাব খুলে স্থায়ী মেয়াদী আমানত রাখতে পারবে" বাক্যটি সংযোজন হবে।
পরিশিষ্ট-১ ক্রম ৮	গেজেট/মুক্তিবার্তা নং :	গেজেট/মুক্তিবার্তা (লালবই) এর পরে '/ভারতীয় তালিকা নম্বর' শব্দগুলো সংযোজন হবে।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এ সংশোধনী জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবুল হোসেন
উপসচিব (হিসাব)।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৫ কার্তিক ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০৯ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং **৩৫.০০.০০০০.০৪৯.১১.০০১.১৩.১৮২**—জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক-এর সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব হিসেবে চাকরির পরিসমাপ্তি ঘটায় ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এর পরিচালনা পর্ষদ-এর চেয়ারম্যান পদটি শূন্য হয়। এ অবস্থায় ডিএমটিসিএল-এর পরিচালনা পর্ষদ-এর পরিচালকদের মধ্য হতে জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সচিব সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-কে ডিএমটিসিএল পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনয়ন দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৩৫.০০.০০০০.০৪৯.১১.০০১.১৩.১৮১**—সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব পদে পরিবর্তনের ফলে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এর পরিচালনা পর্ষদ-এর পরিচালকের একটি পদ শূন্য হয়। উক্ত শূন্য পদের বিপরীতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের নবনিযুক্ত সচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম-কে নির্দেশক্রমে মনোনয়ন দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দীপঙ্কর মন্ডল
উপসচিব।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
কোম্পানী-১ শাখা

অফিস আদেশ

তারিখ : ২৩ কার্তিক ১৪২৪ বঃ/০৭ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ

নং **১৪.০০.০০০০.০০৮.২৭.০২৬.১৫.৪৬৩**—টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, প্রেষণে বিটিসিএল এ কর্মরত জনাব প্রদীপ দাশ, বিভাগীয় প্রকৌশলী ফোন্স (আভ্যঃ), নন্দনকানন, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে কোতোয়ালী থানার মামলা নং ৫০(৮)১৬, তারিখ : ১৭-০৮-২০১৬ খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে দুর্নীতি দমন কমিশনের দাখিলকৃত চার্জশীটে উল্লিখিত মামলার দায় হতে মাননীয় মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক স্পেশাল মামলা নং ১৯/১৭ এর আদেশ নং-৪, তারিখ ঃ ২৫-০৯-২০১৭ এর মাধ্যমে অব্যাহতি প্রদান করায় এ বিভাগের স্মারক নং ১৪.০০.০০০০. ০০৮.২৭.০২৬.১৫.৬১০, তারিখ ঃ ২৯ কার্তিক ১৪২৩/১৩ নভেম্বর ২০১৬ মূলে সাময়িক বরখাস্তকৃত জনাব প্রদীপ দাশ-কে সাময়িক বরখাস্ত হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং তাকে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হলো। তাঁর সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়কে চাকরিকাল হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তিনি বিধি মোতাবেক বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

শ্যাম সুন্দর সিকদার
সচিব।

রেলপথ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন - ২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৮ কার্তিক ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০২ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং **৫৪.০০.০০০০.০০৬.০১৪.১১.২০১৬-৫৫৫**—"দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে গুনদুম পর্যন্ত ডুয়েল গেজ সিংগেল লাইন রেলপথ নির্মান" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্যায়ে দোহাজারী-রামু-কক্সবাজার সেকশনের রেলপথ নির্মাণের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং ৫৪.০০.০০০০.০০৬.০১৪.১১. ২০১৬-৮৬, তাং ১৭-০৮-২০১৬ এর আলোকে প্রকল্পের অনুকূলে জমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত নির্দেশক্রমে নিম্নোক্তভাবে কমিটিসমূহ গঠন করা হলো :

ক) যৌথ তদন্ত কমিটি (Joint Verification Commitee- JVC)

ক.১ JVC'র গঠন :

ক.১.১	উপপরিচালক- রিসেটেলমেন্ট, বাংলাদেশ রেলওয়ে	- আহবায়ক
ক.১.২	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মনোনীত প্রতিনিধি	- সদস্য
ক.১.৩	এলাকা ব্যবস্থাপক, বাস্তবায়নকারী NGO	-সদস্য-সচিব

ক.২ JVC'র কর্মপরিধি :

ক.২.১ পুনর্বাসন প্রতিবেদন প্রণয়নকালে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক নিয়োজিত NGO কর্তৃক আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের তালিকা ও ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের পরিমাণ এবং অধিগ্রহণ আইনের আওতায় যৌথ জরিপের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের দপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা ও ক্ষতির পরিমাণ যাচাইপূর্বক হালনাগাদ বাজেট নির্ধারণ সহকারে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রে স্বাক্ষরকরণ এবং প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের নিকট পেশকরণ।

ক.২.২ বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প সীমানায় অবস্থিত রেলওয়ের নিজস্ব বা সরকারি (খাস) জমিতে বসবাসকারী উথলিদের সনাক্তকরণ, তাদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ, যৌথ জরিপ ফরমে স্বাক্ষরকরণ, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ এবং বাজেট প্রণয়নসহ সকল কাগজপত্রাদি প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের নিকট পেশকরণ।

ক.২.৩ বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প সীমানায় অবস্থিত রেলওয়ের জমি ইজারা গ্রহণকারীদের সনাক্তকরণ তাদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ, যৌথ জরিপ ফরমে স্বাক্ষরকর, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ এবং বাজেট নির্ধারণ। এ সকল কাগজপত্রাদি প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের নিকট পেশকরণ।

ক.২.৪ দোহাজারী হতে বামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত ডুয়েল গেজ রেল লাইন নির্মাণ প্রকল্পের উপরোক্ত কার্যাবলীর সাথে সম্পর্কিত সকল কাজ সম্পাদন করা এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস ও প্রতিবেদন যথানিয়মে প্রকল্প পরিচালক এর নিকট দাখিল করা।

খ) **সম্পদ মূল্যায়ন পরামর্শ কমিটি (Property Valuation Advisory Committee-PVAC)**

খ.১ PVAC'র গঠন :

খ.১.১	উপপরিচালক- বাংলাদেশ রেলওয়ে	-আহবায়ক
খ.১.২	উপজেলা চেয়ারম্যান বা মনোনীত প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ	-সদস্য
খ.১.৩	ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা/মনোনীত প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট জেলা	-সদস্য
খ.১.৪	নির্বাহী প্রকৌশলী, পিডব্লিউডি/প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট জেলা	-সদস্য
খ.১.৫	এলাকা ব্যবস্থাপক, বাস্তবায়নকারী NGO, সংশ্লিষ্ট জেলা	-সদস্য-সচিব

খ.২ কর্মপরিধি :

খ.২.১ ভূমি অধিগ্রহণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি ও সম্পত্তির মূল্য মূল্যায়ন জরিপের মাধ্যমে বর্তমান বাজার দরে নির্ধারণ করা। প্রস্তুতকৃত সম্পদের মূল্য তালিকায় স্বাক্ষর করা।

খ.২.২ বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প সীমানায় অবস্থিত রেলওয়ের নিজস্ব জমি বা সরকারি (খাস) জমিতে বসবাসকারী উথলি ও রেলওয়ের জমি ইজারা গ্রহণকারীদের সনাক্তকরণ এবং তাদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ মূল্যায়ন জরিপের মাধ্যমে বর্তমান বাজার দরে নির্ধারণ করা। সদস্যগণ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সম্পদের মূল্য তালিকায় স্বাক্ষর করা।

খ.২.৩ বাস্তবায়কারী এনজিও'র প্রতিনিধি PVAC কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জরিপ পরিচালনা করবে এবং তার ফলাফল উপস্থাপন করে সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর নিবে।

খ.২.৪ PVAC উপরের কাজগুলি সম্পাদনপূর্বক প্রকল্প পরিচালকের নিকট প্রাসঙ্গিক ডকুমেন্ট এবং রিপোর্ট জমা প্রদান করবে।

গ) **অভিযোগ নিরসন কমিটি (Grievances Redress Commi- ttee -GRC)**

গ.১ GRC'র গঠন (স্থানীয় পর্যায়ে) :

গ.১.১	উপপরিচালক, পুনর্বাসন অথবা তার মনোনীত প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেলওয়ে	- আহবায়ক
গ.১.২	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এর মনোনীত প্রতিনিধি	- সদস্য
গ.১.৩	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান/ইউনিয়ন পরিষদ এর মনোনীত মহিলা প্রতিনিধি	- সদস্য
গ.১.৪	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের প্রতিনিধি	- সদস্য
গ.১.৫	এলাকা ব্যবস্থাপক, বাস্তবায়নকারী NGO	- সদস্য-সচিব

গ.২ GRC'র কর্মপরিধি (স্থানীয় পর্যায়ে) : GRC নিম্নলিখিত অভিযোগসমূহ পুনঃবিবেচনা করবে :

গ.২.১ মূল ক্ষতিগ্রস্তগণের তালিকা (IoL) থেকে বাদ যাওয়া ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অভিযোগ।

গ.২.২ ক্ষতি সঠিকভাবে নির্ধারিত না হওয়া সংক্রান্ত অভিযোগ।

গ.২.৩ ক্ষতিপূরণ/সহায়তা Entitlement Matrix অনুযায়ী না হওয়া সংক্রান্ত অভিযোগ।

গ.২.৪ মালিকানা সংক্রান্ত অভিযোগ।

গ.২.৫ ক্ষতিপূরণ/সহায়তা প্রদানে বিলম্ব সংক্রান্ত অভিযোগ।

গ.২.৬ যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ/সহায়তা প্রদানে অনিয়ম সংক্রান্ত অভিযোগ।

গ.৩ GRC'র গঠন (প্রকল্প পর্যায়ে) :

গ.৩.১	প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্প পরিচালকের মনোনীত প্রতিনিধি	- আহবায়ক
গ.৩.২	রিসেটেলমেন্ট এক্সপার্ট, কন্সট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট (সিএসসি)	- সদস্য
গ.৩.৩	টিম লীডার, বাস্তবায়নকারী NGO	- সদস্য-সচিব

গ.৪ GRC'র কর্মপরিধি (প্রকল্প পর্যায়ে) :

স্থানীয় পর্যায়ের অভিযোগ নিরসন কমিটি হতে প্রাপ্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত অমীমাংসীত অভিযোগসমূহ রিভিও, বিবেচনা এবং মীমাংসা করা।

মোঃ আলতাফ হোসেন
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
(পার-৪ অধিশাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৫ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ

নং **৪৫.০০.০০০০.১৪৫.১৫.০৩০.১৭-৮৩১**—দেশের চিকিৎসা সেবায় এ্যানেসথেসিওলজিস্ট এর সংকট দূরীকরণার্থে উপজেলা হাসপাতাল থেকে টারশিয়ারী লেভেল পর্যন্ত এ্যানেসথেসিওলজিস্ট নিয়োগের লক্ষ্যে কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলো :

আহবায়ক

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২। অধ্যক্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ

৩। অধ্যক্ষ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি অব এ্যানেসথেসিওলজি

৪। পরিচালক, (মেডিকেল এডুকেশন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

৫। যুগ্মসচিব (পার-২), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

৬। প্রতিনিধি, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

৭। প্রতিনিধি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

৮। প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন

৯। প্রতিনিধি, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ

১০। মহাসচিব, বাংলাদেশ সোসাইটি অব এ্যানেসথেসিওলজি

১১। ডাঃ রোকেয়া সুলতানা, প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সোসাইটি অব এ্যানেসথেশিসিওলজি

সদস্য-সচিব

১২। রোকেয়া বেগম, উপসচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

কমিটির কর্মপরিধি :

(১) কমিটি দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল কত সংখ্যক এ্যানেসথেসিওলজিস্টের পদ শূন্য আছে এবং কত সংখ্যক এ্যানেসথেসিওলজিস্ট প্রয়োজন তা Need assessments করত: একটি তালিকা প্রণয়ন করবে।

(২) শূন্য পদসমুহে অস্থায়ী ভিত্তিতে (Adhoc) এ্যানেসথেসিওলজিস্ট নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে সুপারিশ করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রোকেয়া বেগম
উপসচিব।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
পার-২ শাখা

অফিস আদেশ

তারিখ : ০৯ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ

নং **৫৯.০০.০০০০.১১০.৯৯.০২৬.১৭-২৪০**—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা) ক্যাডারভুক্ত /পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন অফিসসমূহে ও নিপোর্টে কর্মরত ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের চাকরি স্থায়ীকরণের জন্য নিদের্শক্রমে নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো :

সভাপতি

১। যুগ্মসচিব (পার)

সদস্যবৃন্দ

২। উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা-১)

৩। সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের ১ জন উপযুক্ত প্রতিনিধি (যিনি গ্রেড ৯ এর নিম্নে নহে)।

সদস্য-সচিব

৪। উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (পার-২)

২। কমিটির কার্যপরিধি :

কমিটি নিয়মিত সভা আহ্বান করে সংশ্লিষ্ট স্থায়ীকরণের প্রস্তাবসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন করবে।

নার্গিস আকতার ডলী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পানি সরবরাহ-১ অধিশাখা

অফিস আদেশ

তারিখ : ২৮ কার্তিক ১৪২৪ বঃ/১২ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ

নং **৪৬.০৮৩.০০০.২০৩.০০০.০৯৯.০০৪.২০১৭-১২৭২**—যেহেতু, জনাব আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃদাঃ), গাইবান্ধা জেলা, গাইবান্ধা-এর বিরুদ্ধে "দৈনিক যুগান্তর ও সমকাল" পত্রিকায় ১১-০৪-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে "গাইবান্ধা বিদ্যালয়ের ওয়াশ ব্লক নির্মাণে রডের বদলে বাঁশ" শিরোনামে একটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রতিবেদনে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের ২০-০৪-২০১৬ তারিখে ৪৬.০৮৩.২০৩.০০০.১৭.০০১. ১৬-৪০০ নম্বর স্মারকে তাঁকে চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। একই সাথে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য উপসচিব (পৌর-১)-কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি তদন্ত করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।

তদন্তকারী কর্মকর্তা দাখিলকৃত প্রতিবেদন এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃদাঃ), গাইবান্ধা, জেলা গাইবান্ধা-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় এবং দুদক কর্তৃক দাখিলকৃত প্রাথমিক তথ্য বিবরণীতে তাঁর নাম না থাকায় বিএসআর পার্ট-১-এর বিধি ৭২(ক) মোতাবেক তাঁর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারপূর্বক কাজে যোগদানের অনুমতি প্রদান করা হলো এবং তাঁর বরখাস্তকালীন সময়কে কর্মকাল হিসেবে গণ্য করা হলো।

মোঃ খাইরুল ইসলাম
উপসচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ কার্তিক ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০১ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০০২.২০১৭-৫১৮—যেহেতু, জনাব মোঃ কফিল উদ্দিন (পরিচিতি নং-৪৯০৩), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অধীন পরিবার পরিকল্পন অধিদপ্তর, ঢাকায় পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) হিসেবে ২৪-০৮-২০১০ হতে ০৫-০৪-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। তিনি উক্ত পদে কর্মরত থাকাকালে বিশ্বব্যাংকের ইনটিগ্রিটি ভাইস প্রেসিডেন্সি কর্তৃক গোপনীয় অনুসন্ধান পরিচালনা করা হয়। উক্ত সংস্থার অনুসন্ধান প্রতিবেদন অনুযায়ী পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে ঔষধ সরবরাহের নিমিত্ত তিনি কয়েকটি চুক্তি অনুমোদনের বিষয়ে প্রভাব খাটিয়েছেন এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে উক্ত অধিদপ্তরে ঔষদ সরবরাহের ক্ষেত্রে টেন্ডারে কাজ পাইয়ে দেয়ার লক্ষ্যে অবৈধ অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন মর্মে অভিযোগ আনযন করা হয়। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ হতে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)"-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, তিনি ১০-০৪-২০১৭ তারিখে কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সঠিক নয় উল্লেখ করে অভিযোগ হতে অব্যাহতি ও ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন। তার ব্যক্তিগত শুনানি ২৮-০৫-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মোঃ কফিল উদ্দিন-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গুরুদণ্ড আরোপের জন্য বিভাগীয় মামলা চলার মত পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম (পরিচিতি নং-৩৭১৬), অতিরিক্ত সচিব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম ২৯-০৬-২০১৭ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। জনাব মোঃ কফিল উদ্দিন-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)"-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি বিধায় তিনি নির্দোষ মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন; এবং

যেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামত, বিভাগীয় মামলার নথি এবং প্রাসংগিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)"-এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদানের নিমিত্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সিদ্ধান্ত প্রদান করেন; এবং

সেহেতু, জনাব মোঃ কফিল উদ্দিন (পরিচিতি নং-৪৯০৩), প্রাক্তন পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত (অতিরিক্ত সচিব) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)"-এর অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(৫) বিধি মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিশাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ বঃ/১৯ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২১-১৭—প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান খন্দকার মোঃ ইফতেখার হায়দার চেয়ারম্যান পদ হতে পদত্যাগ পত্র দাখিল করায় এবং তা গৃহীত হওয়ায় তাঁর পরিবর্তে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ এর ১১(২) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব বেগম শামছুন নাহার-কে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত তবে সর্বোচ্চ ০৩(তিন) বছর মেয়াদের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক ও চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রিজওয়ানুল হুদা
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
সলিসিটর অনুবিভাগ (জিপি/পিপি শাখা)
বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১৯ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিঃ

নং ০৯/সলিসিটর/২০০৯-৮৬—The Bangladesh Law Officers Order, 1972 (P.O. No. 6 of 1972) **এর ৩ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের নিম্নবর্ণিত ২৫** (পঁচিশ) জন আইনজীবীকে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের সহকারী অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

ক্রঃ নং	নাম, পিতা ও নিবাস	আইনজীবী হিসেবে হাইকোর্টের তালিকাভুক্তি সন ও তারিখ	জন্ম তারিখ
১	২	৩	৪
১	জনাব মিয়া সিরাজুল ইসলাম পিতা-মৃত মিয়া আব্দুল হাই নিবাস-মাগুরা।	১২-০৮-১৯৯৫	০৫-০১-১৯৫০
২	জনাব আঞ্জুমান আরা বেগম পিতা-মৃত মোঃ আইয়ুব আলী নিবাস-শরীয়তপুর।	১৮-০৬-২০০০	১৫-০৫-১৯৭০
৩	জনাব নাজমা আফরিন পিতা-মোঃ সুলতান উদ্দীন নিবাস-কুমিল্লা।	২২-০৭-২০১২	১৩-০৭-১৯৭৯
৪	জনাব মফিজ উদ্দীন পিতা-সিরাজ উদ্দীন নিবাস-চট্টগ্রাম।	১২-০৫-২০০৮	০২-০৫-১৯৭৪
৫	জনাব রোকেয়া আক্তার পিতা-মৃত মোঃ আতাউর রহমান খান নিবাস-ঢাকা।	১২-০৫-২০০৮	১০-০১-১৯৭০

১	২	৩	৪
৬	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান পিতা-মোঃ ইউসুফ হারুন নিবাস-বরিশাল।	২২-০৭-২০১২	২৫-০২-১৯৭৮
৭	জনাব অবন্তী নুরুল পিতা-মৃত মোঃ নুরুল ইসলাম নিবাস-ঢাকা।	১২-০৬-২০০৬	০২-০২-১৯৮২
৮	জনাব মোহাম্মদ সাইফুল আলম পিতা-আব্দুল গোফরান মিয়া নিবাস-ফেণী।	৩০-১২-২০১০	২৫-১০-১৯৭৭
৯	জনাব মাহফুজা বেগম সাইদা পিতা-নাজির উদ্দিন চৌধুরী নিবাস-হবিগঞ্জ।	০৭-০৩-১৯৯৬	১০-০৭-১৯৬৪
১০	জনাব ফাতেমা রশিদ পিতা-মৃত কাজী আব্দুর রশিদ নিবাস-ঢাকা।	০১-০১-১৯৯৮	০১-০১-১৯৫৮
১১	জনাব সৈয়দা শবনম মুস্তারী পিতা-সৈয়দ আজিজুর রহমান নিবাস-নড়াইল।	২৬-০১-২০০৬	১১-০৭-১৯৭৪
১২	জনাব মোঃ তওফিক সাজাওয়ার পিতা-কাজী মোঃ সাজাওয়ার হোসেইন নিবাস-ঢাকা।	২৬-০১-২০০৬	০১-০৯-১৯৭৬
১৩	জনাব কালীপদ মৃধা পিতা-মৃত নটবর মৃধা নিবাস-গোপালগঞ্জ।	২৬-০১-২০০৬	১৬-০৬-১৯৭৩
১৪	জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন আমানী পিতা-মৃত মোঃ জেহের আলী আমানী নিবাস-বাগেরহাট।	৩০-১২-২০১০	০৫-০৩-১৯৭৪
১৫	জনাব মোঃ হাতেম আলী পিতা-মোঃ ময়দান আলী প্রামানিক নিবাস-সিরাজগঞ্জ।	২০-০৪-২০০৫	০৮-০৩-১৯৬৭
১৬	জনাব মুহাম্মদ শাহীন মীরধা পিতা-মুহাম্মদ আমজাদ হোসেন মীরধা নিবাস-নরসিংদী।	০৮-০২-২০১০	০১-০১-১৯৭৪
১৭	জনাব আলী আকবার খান পিতা-মোঃ কওছার আলী খান নিবাস-গোপালগঞ্জ।	১৭-০৪-২০০৪	০১-০৬-১৯৭৮
১৮	জনাব মোঃ সেলিম আজাদ পিতা-মৃত আব্দুল জলিল মোল্লা নিবাস-মাগুরা।	১২-০৬-২০০৬	০২-০২-১৯৮১
১৯	জনাব আলেয়া খন্দকার পিতা-খন্দকার মোশাররফ হোসেন নিবাস-রাজবাড়ী।	১৭-০২-২০০৭	৩০-১১-১৯৫৬
২০	জনাব মারুফা আকতার পিতা-মৃত আব্দুল খালেক হাওলাদার নিবাস-বরিশাল।	০৮-০২-২০১০	০৫-০৪-১৯৭৪
২১	জনাব এ. কে. এম আলমগীর পারভেজ ভূঞা পিতা-মোহাম্মদ আশেক আলী ভূঞা নিবাস-কিশোরগঞ্জ।	২২-১০-২০০৮	০৫-০১-১৯৭৮
২২	জনাব জায়েদী হাসান খান পিতা-বিচারপতি আলতাফ হোসেন খান (মৃত) নিবাস-বরিশাল।	২২-১০-২০০৮	০৭-১০-১৯৭৮
২৩	জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান পিতা-মৃত মজিবুর রহমান নিবাস-নারায়ণগঞ্জ।	১২-০৫-২০০৮	২১-১০-১৯৭৩
২৪	জনাব কাজী বশির আহমেদ পিতা-কাজী নজির আহমেদ নিবাস-নড়াইল।	১৭-০২-২০০৭	০৬-১১-১৯৭৬
২৫	জনাব সাবিনা পারভীন পিতা-খবির উদ্দনি তালুকদার নিবাস-ঢাকা।	২২-০৪-২০১২	০১-১২-১৯৭২

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রঞ্জন কুমার সাহা
সলিসিটর (দায়িত্ব প্রাপ্ত)।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৬ কার্তিক ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/৩১ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০৬২.১৫-৩১—জনাব তানভীর আহমেদ, সহকারী পুলিশ সুপার (সদর), যশোর এর বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে গত ১৩-০৮-২০১৩ তারিখ হতে ০৪-১২-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ মোট ৩ বছর ৩ মাস ২২ দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ), ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অদক্ষতা (Inefficiency)", "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং "ডিজারশন (Dosertion)" এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় গত ০১-১১-২০১৫ তারিখে ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০৬২.১৫-৯৯৬ নং স্মারক মূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান না করায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের নিমিত্ত জনাব মোঃ জামাল পাশা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ফরিদপুরকে গত ২৭-০৩-২০১৭ তারিখ উক্ত বিভাগীয় মামলার তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

০২। তদন্ত কর্মকর্তা গত ১৬-০৮-২০১৭ তারিখ তদন্তঅন্তে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে তিনি অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(সি) বিধি মোতাবেক আনীত ডিজারশন (Dosertion) এর অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত দেন। তদন্ত প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয় যে, অভিযুক্ত শারীরিক অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন এবং এ সময় তার মায়ের ক্যান্সার এবং ভাইয়ের আত্মহত্যার কারণে তিনি কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন।

০৩। ইতোমধ্যে অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ০৫-১২-২০১৬ তারিখ পুলিশ অধিদপ্তরে যোগদান করেন এবং পুলিশ অধিদপ্তর হতে গত ১৬-০২-২০১৭ তারিখ অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব এ কার্যালয়ে অগ্রায়ন করা হয়। জবাবের সাথে অভিযুক্ত কর্মকর্তা মেডিকেল সনদপত্র ও হাসপাতালের ছাড়পত্র দাখিল করেন। তিনি শারীরিক অসুস্থাতার কারণে গত ১৩-০৮-২০১৩ তারিখ হতে ০৪-১২-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ মোট ৩ বছর ৩ মাস ২২ মাস অনুপস্থিতির দিনগুলোকে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করার জন্য আবেদন করেন।

০৪। অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত আবেদন ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় শারীরিক অসুস্থতা, মায়ের অসুস্থতা ও ভাইয়ের আত্মহত্যার কারণে তিনি বিপর্যস্ত থাকলেও একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে তার কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা উচিত ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়। পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(সি) বিধি মোতাবেক আনীত "ডিজারশন (Dosertion)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০৫। সার্বিক পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব তানভীর আহমেদ, সহকারী পুলিশ সুপার (সদর), যশোর {সাবেক সহকারী পুলিশ সুপার, র‍্যাব-৮, বরিশাল (সি পি সি-২, ফরিদপুর}-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(সি) বিধি মোতাবেক "ডিজারশন (Dosertion)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত অপরাধে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে অপরাধের গুরুত্ব ও মানবিক দিক বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধি মোতাবেক 'তিরস্কার (Censure)' দণ্ড প্রদান করা হলো। তার অনুপস্থিতকাল গত ১৩-০৮-২০১৩ তারিখ হতে ০৪-১২-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ মোট ৩ বছর ৩ মাস ২২ দিনকে "বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি (Extraordinary leave without pay)" হিসেবে ঘোষণা করা হলো।

০৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ১৭ কার্তিক ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০১ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০০৩.১৭-৩৩—জনাব রুহুল আমিন সরকার, এফ ফিল, বিপি নং-৮৩১৩১৫৯৪৮২, সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (বর্তমানে পুলিশ অধিদপ্তরে টি আর শাখায় সংযুক্ত) এর বিরুদ্ধে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও প্রতিরোধ টিমের সদস্য হয়ে নিজ অধিদপ্তরের বাহিরে গিয়ে নিউ ওয়েভ ক্লাবে অভিযান পরিচালনা, অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে টাকা এবং মোবাইল ফোন হাতিয়ে নেয়ার অপচেষ্টা এবং এহেন কার্যকলাপের মাধ্যমে পুলিশ বাহিনীর ভাবমুর্তি চরমভাবে ক্ষুন্ন করার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় এ শাখার গত ০৬-০৮-২০১৭ তারিখে ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০০৩. ১৭-১২ নং স্মারক মূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ১২-০৮-২০১৭ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন।

০২। তার আবেদন অনুযায়ী গত ১৮-১০-২০১৭ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে এবং লিখিত জবাবে তিনি জানান যে, মৌখিকভাবে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবহিত করেই তিনি অভিযানে গিয়েছিলেন। এতে তার কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি আরও জানান যে, তিনি কখনও পরিচয় গোপন রাখেননি, যথাযথভাবে নিজ পরিচয় পত্র প্রদর্শন করেছেন। অপারেশন পরিচালনাকালে ইয়াবা সেবন ও জুয়া খেলারত অবস্থায় ০৪ জনকে গ্রেফতার করা হয় এবং বাকিরা পালিয়ে যায়, তাই তিনি সঙ্গীয় ফোর্সসহ ০৪ জনকে গ্রেফতারপূর্বক গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে আসেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তা জানান যে, সাধারণ সকল নিয়মাবলি অনুসরণ করেই তিনি গোয়েন্দা অপারেশন পরিচালনা করেছেন। অভিযান পরিচালনা শেষে ঘটনাস্থলে তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থিত কোন ব্যক্তি না পাওয়ায় আলামত জুয়ার টাকা, মোবাইল সেট ও ইয়াবা ট্যাবলেট এর জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করার চেষ্টা করেও উপযুক্ত সাক্ষী না পাওয়ায় জব্দ তালিকা করা সম্ভব হয়নি। অনুমোদনহীন নিউ ওয়েভ ক্লাবে পরিচালিত অভিযানে তার বা তার টিমের কোন সদস্যের কোন প্রকার অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। একজন নবীন অফিসার হিসেবে তিনি অর্পিত দায়িত্ব কর্তব্যের কোন প্রকার অপব্যবহার করেননি, পুলিশ বিভাগের ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন হয় এমন কোন শৃঙ্খলা পরিপন্থি এবং অনৈতিক কার্যকলাপও করেননি বলে দাবি করে অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

০৩। অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, সাক্ষীদের জবানবন্দী, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় নিউ ওয়েভ ক্লাবটি একটি অবৈধ ক্লাব এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তা মাদকের অপারেশনের উদ্দেশ্যেই সেখানে গিয়েছিলেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। তবে অপারেশনের পর ঘটনাস্থলে জব্দকৃত আলামত জব্দ তালিকামূলে জব্দ করা তার দায়িত্ব ছিল। ঘটনাস্থলে জব্দ তালিকা প্রস্তুত না করে তিনি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অপরাধ করেছেন।

০৪। সার্বিক পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব রুহুল আমিন সরকার এর বিরুদ্ধে অপারেশনের পর ঘটনাস্থলে জব্দ তালিকা প্রস্তুত না করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তবে এটি তার প্রথম অপরাধ হওয়ায় এবং একজন নবীন কর্মকর্তা হিসেবে তার ভবিষ্যত কর্মজীবনের সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে ভবিষ্যতের জন্য 'সতর্ক' করে এ বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সচিব।